মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকীতে খাবার বিতরণ

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে গরিব, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ মে) বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানবিক এ উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। খাবার বিতরণকালে তিনি বলেন, “শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক। তিনি দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গরিব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। এভাবেই শহীদ জিয়ার আদর্শকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে।”

কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক, রোমানা আহমেদ, পেশাজীবী আহ্বায়ক নাজমুল হক লিটন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি,র সভাপতি আব্দুল সামাদ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক, ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ইয়ারুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আত্মত্যাগ ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তার রেখে যাওয়া আদর্শকে অনুসরণ করে দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে শতাধিক অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপী চলা এ কার্যক্রমে বিএনপি’র তৃণমূল পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন

মুজিবনগরে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা, শোক পতাকা, আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং দুস্থদের মাঝে বস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এর ৪৪ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭ টার সময় উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গনে, জাতীয়, দলীয় এবং শোক পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা করা হয়।

পতাকা উত্তোলন শেষে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর আত্মার মাগফেরাত এবং বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল শেষে এলাকার অসহায় ও দুস্থ মহিলা-পুরুষদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে পতাকা উত্তোলন ও বস্ত্র বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবির, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহ্বায়ক সালাউদ্দিন প্রিন্স, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক আহনাফ লিংকনসহ মুজিবনগর উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল কৃষকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

নেতৃত্বে রয়েছি, আমরা চাই সব সংগঠনকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে। আইনজীবী ফোরামের এই নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের বলবো, আপনারা আপনাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একইসঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসুন।’ যেন তুলতে পারেন।’

শরীফুজ্জামান, নতুন কমিটির সদস্যদেরকে পূর্বের হতাশা ভুলে আগামী দিনের এই ফোরামকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলতে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সাক্ষাতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশুলী (জিপি) অ্যাড. আব্দুল খালেক, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. মারুফ সরোয়ার বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবি সমিতি সাধারণ সম্পাদক আহসান আলী, নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক অ্যাড. আ.স.ম আব্দুর রউফ, সদস্য সচিব অ্যাড. মানজার আলী জোয়ার্দ্দার হেলাল, আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম, অ্যাড. মো. বদিউজ্জামান, অ্যাড. খন্দকার অহিদুল আলম মানি খন্দকার, অ্যাড. রুবিনা পারভীন প্রমূখ।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সভাপতি জয়নুল আবেদীন ও মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামালের স্বাক্ষরে এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন আহ্বায়ক কমিটিতে মো. আসাদুল আযম খোকন কে আহ্বায়ক করা হয়েছে। সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এ.কে.এম. জিল্লুর

রহমান। সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন মো. আনোয়ার হোসেন। এছাড়া যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন মো. আতাউল হক এবং মখলেছুর রহমান খান স্বপন।

কমিটির সদস্যরা হলেন আদিল করিম, মারুফ আহাম্মদ বিজন, মো. কামরুল হাসান, মো. নজরুল ইসলাম, মো. আরিফুজ্জামান এবং সাইদুর রহমান রিপন।

কমিটিকে অনুমোদনের তারিখ থেকে তিন মাসের জন্য কার্যকরি ধরা হয়েছে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের বারাদীতে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়নে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টায় মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জাতীয় সংগীতের তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দলীয় সংগীত পরিবেশন, শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো এবং পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সময় সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আফারুল ইসলাম ডাবলু ও সেলিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কামরুজ্জামান মুকুল ও আবু হাসনাত সানি। পরে সভাপতি পদ থেকে সেলিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে আবু হাসনাত সানি তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আফারুল ইসলাম ডাবলু সভাপতি ও

কামরুজ্জামান মুকুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “নতুনভাবে দেশে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপিকে নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপি মনে করে, গতকাল (আমঝুপিতে) হামলা ঐ ষড়যন্ত্রেরই অংশ। আপনারা বিএনপিকে দুর্বল করতে চান, কিন্তু আপনাদের অভিলাষ বাংলাদেশের মাটিতে আর পূরণ হবে না।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি, সাবেক সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহমেদ প্রমুখ। এ সময় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে রাজনীতিতে চঞ্চল!

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়ালেন জহির হোসেন চঞ্চল। তিনি মুজিবনগর সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের একজন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং চলতি বছরের ৩০ মার্চ তিনি প্রাক-নিয়মিত অবসর (পিআরএল) গ্রহণ করেন। পিআরএলে যাওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

গতকাল মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরাপাড়া গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে।

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধিমালা ১৯৭৯-এর ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে বা কোনোভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া ৩২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে, এই বিধিমালার কোনো ধারা লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

এ বিষয়ে জহির হোসেন চঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ অবসরে গিয়েছি। যেহেতু অবসরে আছি, তাই রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছি। তবে চাকরি বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সেটা ভেবে দেখিনি।”

উপজেলা পর্যায়ের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, পিআরএল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে সরকারি চাকরি বিধি মেনে চলতে হয়। সে হিসেবে, পিআরএল চলাকালীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিধি লঙ্ঘনের শামিল এবং এর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুজিবনগর সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন বলেন, “পিআরএলে থাকাকালীন রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় কোনো বাধা নেই। আগে আরপিএল থাকাকালে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল।”

তবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “পিআরএলে থাকা অবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারী সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পান। তাই ওই সময় কেউ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না।”

মেহেরপুরে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলন ঘিরে দফায় দফায় হামলা- সংঘর্ষ, আহত ১০

দলীয় কোন্দলের জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এ ঘটনায় জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বিএনপি নেতা কাজী মিজান মেনন, মনোয়ারুল হোসেন চঞ্চল, আজিমুল বারি লাভলুসহ প্রায় ১০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক দফায় এ হামলা- সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের অভিযোগ, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং তার ভাই সফিকুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে তাদের সমর্থকরা সম্মেলনস্থলে হামলা চালান। তারা সম্মেলনে আসা নেতাকর্মীদের বাধা দিচ্ছিলেন, আর প্রতিরোধ করতে গেলেই হামলার শিকার হতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকেই সংঘর্ষের একাধিক পর্ব চলে। লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা জানাচ্ছেন, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত এবং সম্মেলন বানচালের উদ্দেশ্যেই হামলা হয়েছে।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আজিমুল বারি লাভলু বলেন, ইউনিয়ন সম্মেলনকে ঘিরে কয়েকদিন ধরে সাইফুল ইসলামের লোকজনের নানা হুমকি শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে আমঝিুপি হাইস্কুল মাঠ, তার পরে নিলকুঠি চত্বরে সম্মেলন করার কথা ছিলো। পরে তাদের বাঁধার কারণে উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করার সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক সকাল থেকে নেতাকর্মীরা সম্মেলন স্থলে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তাদের কর্মী সমর্থকরা নেতাকর্মীদের বাঁধা প্রদান করে। বাঁধা প্রতিরোধ করতে গেলে তারা লাঠি নিয়ে নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলেও তারা তাদেরও তোয়াক্কা না করে দফায় দফায় হামলা শুরু করে। পরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান ভাই গাড়ি বহর নিয়ে সম্মেলন যেতে গেলে গাড়ি ভাংচুর করে এবং কামরুল ভাইয়ের উপর হামলা করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, র্যাব ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। তবে আইন-শৃঙ্খলবা বাহিনীর সামনে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তাদের নিরবতা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অভিযুক্ত উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ দিন আমরা যারা লড়াই সংগ্রাম করে বিএনপি’র জন্য জীবন

বাজি রেখেছি। সেই সকল ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে হাইব্রিডদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে। এ কারণে ওই নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ বলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রতিটি কাজে বাঁধা প্রদান করে যাচ্ছে। সকল বাঁধা পেরিয়ে আমরা দলীয় গঠণতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়নগুলোতে কাউন্সিল করছি। আমঝুপিতেও তার সমর্থক সাইফুল চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা আমাদের সদস্য সচিবসহ নেতাকর্মীদের উপর হামলা করে জখম করেছে। আমরা বিষয়টি কেন্দ্রে জানিয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

প্রসঙ্গত, আজ শুক্রবার ২৩ মে বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বি-বার্ষীক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক পদে হাফিজুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় বিজয়ী হয়েছেন। সভাপতি পদে জহির হোসেন চঞ্চল, মোস্তাক রাজা, স্বপন আহমেদ প্রতিদ্বন্দীতা করছেন। সম্মেলনে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান , যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান সাতু, ওমর ফারুক লিটন অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন।

আমঝুপিতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে হামলা-সংঘর্ষ চলছে

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা চলছে। এ খবর

পাওয়া পর্যন্ত জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, বিএনপি নেতা মনোয়ারুল হোসেন চঞ্চল, আজিমুল বারি লাভলুসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই সফিকুল ইসলামসহ তার কর্মী সমর্থকরা এ হামলা চালিয়েছে। তারা সম্মেলন স্থলে নেতাকর্মীদের বাঁধা প্রদান করছেন। প্রতিরোধ করতে গেলেই হামলা শিকার হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন আহতরা।

বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুরের শ্যামপুরে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) সকাল ১১টায় শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আব্দুল্লাহ, এম এ খায়রুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, মকবুল হোসেন মেঘলা।

সম্মেলনের সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ.

বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, এস. এ. খান শিল্টু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মশিউল আলম দ্বীপু, যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সুইট, জনি, নাহিদসহ ইউনিয়নের নেতাকর্মীবৃন্দ।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হিসেবে তোফাজ্জেল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হন।

ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক

ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।